দৈনিক
জনকণ্ঠ
দৈনিক
জনকণ্ঠ
দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

কেঁচো খুঁড়তে সাপ– রাবির কম্পিউটার সায়েন্সে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান পদে অধ্যাপক খাজা জাকারিয়া চিশতী ওরফে মক্কার নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত ২৩ ডিসেম্বর দলীয় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত "ক্যাসেট কেলেঙ্কারি" পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি ক্যাম্পাসের সর্ব মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ওই বিভাগে ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার কোন শিক্ষক না থাকায় ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুস সোবহানকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালের শেষ দিকে প্রফেসর সোবহানের মেয়াদ শেষ হলে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের সদ্য সহকারী অধ্যাপক শোয়েব আহমেদ সিদ্দিকীকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক শোয়েব ব্যক্তিগত কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলে ওই বিভাগে ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক না থাকায় চেয়ারম্যান পদ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে আবারও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রফেসর ড. রমেশ চন্দ্র দেবনাথকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে প্রফেসর দেবনাথের মেয়াদ শেষ হলে ওই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এম গনজের আলীকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগের ৯ মাস পর অধ্যাপক গণজের কানাডায় পড়াশোনার জন্য চলে গেলে ওই পদে একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খাদেমুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক খাদেমুল সিঙ্গাপুরে পিএইচডি করতে গেলে কম্পিউটার সায়েন্সের চেয়ারম্যান পদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবারও বিপাকে পড়ে। বিভাগে ন্যূনতম পদমর্যাদার কোন শিক্ষক না থাকায় আবারও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রফেসর ড. অমল কৃষ্ণ কর্মকারকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরিবর্তন হলে কতিপয় সুবিধাবাদী শিক্ষকের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ওপর। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৯শ' দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির অংশহিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) কোর্স চালু করা হয়। এখাতে সরকার ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু প্রশাসনের একটি সুবিধাবাদী মহল বরাদ্দকৃত টাকা লুটপাটের জন্য উঠেপড়ে লাগে। পরে প্রশাসনের চাপে গত বছরের জুন মাসে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. অমল কৃষ্ণ কর্মকার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খাজা জাকারিয়া চিশতী ওরফে মক্কাকে নিয়োগ দেয়।

সূত্র মতে, যে সময় অধ্যাপক মক্কাকে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে আনা হয় সে সময় ওই বিভাগে একাধিক সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তা সত্ত্বেও অধ্যাপক মক্কাকে নিয়োগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে রহস্যের সৃষ্টি হয়।